মাসিক
দুদক দর্পণ

৭ম বর্ষ • ১৭তম সংখ্যা • নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত) • পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

সম্পাদকীয়

২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন কমিশনারের যোগদানের মাধ্যমে কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ অনুসারে এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ একই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। দেশের দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির দায়িত্ব এই আইনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দুনীতির বিরুদ্ধে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কণ্ঠকে আরও উচ্চকিত করার প্রয়াস। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, "আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। আমাদের আশা ছিল এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে দুর্নীতিপরায়ণরা বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতি করার দুঃসাহস সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবেন। বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা এখনও সে পর্যায়ে যেতে পারিনি। তবে আমরা চেষ্টা করছি।" কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সাফল্য রয়েছে উল্লেখ করে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের সকল কার্যক্রমই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস মাত্র। দুদক দর্পণের সম্পাদনা পরিষদ প্রত্যাশা করে, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। ৯৯

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd
ওয়েব সাইট
http://www.acc.org.bd

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে

- সভা/সেমিনার
- ফাঁদ মামলা
- গ্রেফতার
- বিচারিক আদালতে সাজা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলার চার্জশিট

১. দুর্নীতি দমন কমিশনের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও কমিশনার এ এফ এম আমিনুল ইসলামসহ কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

২. সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় গণশুনানি উপলক্ষে মানববন্ধন ও র‍্যালিতে দুদক কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশনের ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনসহ কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার, সচিব ও মহাপরিচালক (প্রতিরোধ)।

ফাঁদ

নভেম্বর মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০৪ (চার) জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত কতিপয় আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ মোতাহার হোসেন খান সহকারী প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ওয়াকফ ভবন ৪নং নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	জনৈক মোঃ ফারুক হোসেন এর নিকট থেকে ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার বাঘৈর জামে মসজিদের নামে বিভিন্ন দাগে মোট ১.২৫ একর সম্পত্তি হতে তফসিলভুক্ত ০.৯৪ একর সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক কার্যালয়-এর সহকারী প্রশাসক মোঃ মোতাহার হোসেন খান ৫,০০,০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেন। বিষয়টি দুদকে অভিযোগ করলে দুদক টিমের সদস্যরা সকল আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মো: মোতাহার হোসেন খান-কে ঘুষের টাকাসহ হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করে।
মোঃ আবদুল মালেক, অফিস সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।	মোঃ শরীফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক-এর নিকট সিরাজগঞ্জ চৌবাড়িয়া পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি পাওনা বিল পাশের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয়ের অফিস সহকারী মোঃ আবদুল মালেক ১০,০০০/- টাকা ঘুষ দাবি করেন। উক্ত ঘুষের টাকা গ্রহণকালে দুদক বিশেষ টিমের সদস্যরা তাকে ঘুষের টাকাসহ হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।
মোঃ আশরাফুল ইসলাম পাঠান প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল নরসিংদী ও মো: রেজাউল করিম মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব)	জনৈক শারীরিক প্রতিবন্ধি, ঠিকাদার নাসির মিয়ার নিকট থেকে নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের বিল আটকে রেখে মোঃ আশরাফুল ইসলাম পাঠান, প্রধান সহকারী-কাম হিসাব রক্ষক ২,৫০,০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেন। বিষয়টি দুদকে অভিযোগ করলে সকল আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দুদক বিশেষ টিমের সদস্যরা মোঃ আশরাফুল ইসলাম পাঠান-কে ১০০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণকালে হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন। এসময় ঘুষ গ্রহণে সহযোগিতা ও ঘুষের টাকা লুকানোর চেষ্টা করলে একই হাসপাতালের মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট রেজাউল করিমকেও গ্রেফতার করা হয়।

(ছবি : সংযুক্তি)

গ্রেফতার

নভেম্বর মাসে কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় নিয়মিত মামলার ০৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে। কয়েকজন গ্রেফতারকৃত আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ সাইফ উদ্দিন সবুজ এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক লিঃ, জিএম অফিস, ময়মনসিংহ।	আসামি ব্যাংকের গ্রাহকদের মোট ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য নগদ গ্রহণ করে তাদের জমার রশিদ প্রদান করেন। কিন্তু টাকা গ্রাহকদের হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ করেন।
পংকজ রায়, পিতা-মৃত দ্বীজেন্দ্র লাল রায় ফ্ল্যাট নং-এ/৪, বাড়ি নং-৯/এ রোড নং- ১৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	আসামি পংকজ রায় ৮,৫০,৪১,১০৬/- টাকার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন করেন।
মোঃ জানে আলম, পিতা-মৃত আবুল হোসেন সাং-নতুন পাড়া, উত্তর হালিশহর, চট্টগ্রাম।	আসামিগণ পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক ভুয়া আবেদনকারী সাজিয়ে ভুয়া আবেদনকারী সাজিয়ে ভুয়া লিজ দলিল, চুক্তিনামা, ভুয়া বরাদ্দপত্র এবং ভুয়া Power of Attorney সৃজন করে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হাউজিং এস্টেটে নবসৃষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২টি প্লট Power of Attorney এর ক্ষমতা বলে নিজেরাই স্বাক্ষর দিয়ে সরকারি সম্পদ বিক্রি করে (৬,৬৯,০০০ + ৬,৫৩,৫০০) = ১৩,২২,৫০০/- টাকা আত্মসাৎ এবং জনৈক ব্যক্তিকে ভুয়া আবেদনকারী সাজিয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হাইজিং এস্টেট চট্টগ্রাম এবং সদস্য সচিব জাতীয় গৃহায়ণ বরাদ্দ কমিটির যোগসাজশে জি/মহা সড়ক-১১ প্লটটি আসামি মোঃ জানে আলম নাবালক দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ।

(ছবি : সংযুক্তি)

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

নভেম্বর মাসে ১৯টি মামলায় বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে, এর মধ্যে ১১টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আবুল ফাতাহ মোঃ বখতিয়ার, ডিজি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সঃ সহ ০৩ জন।	আসামি মোঃ আব্দুল হান্নানকে ০৭ বছর ও মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন রিপনকে ০৫ বছর করে সশ্রমকারাদন্ডসহ ০১ কোটি ০৫ লক্ষ টাকা সমঅংকে জরিমানা। জরিমানার টাকা প্রদানে ব্যর্থ হলে ৩৮৬ ধারার বিধানমতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন আদায়ের ব্যবস্থা নিবেন এবং অপর আসামি আবুল ফাতাহ মোঃ বখতিয়ার-কে বেকসুর খালাস প্রদান।
সেলিম রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ও অন্য ০১ জন।	আসামি সেলিম রহমানসহ ০২ জন-কে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা। উভয় আসামি সমহারে জরিমানার টাকা প্রদান করবেন।
রতন কুমার বিশ্বাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসার্স আজমির সল্ট ক্রাশিং কক্সবাজারসহ ০৪ জন।	আসামি রতন কুমার বিশ্বাস-কে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫৬ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের সশ্রমকারাদন্ড এবং অন্যান্য আসামিদের খালাস প্রদান।

(ছবি : সংযুক্তি)

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন নভেম্বর মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ২৫টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হোসেন আহমেদ, সাবেক ম্যানেজার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, বিশ্বনাথ এসএমই/কৃষি শাখা সিলেট ও অন্য ৪জন (দুইটি মামলা)।	সরকারি মোট ১,১০,৫০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।
শেখ মোহাম্মদ আলী ওরফে এস কে মোহাম্মদ আলী ফ্ল্যাট নং-৬/এ, ২৯/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।	আসামি ৪০,৯১,৮১,৩৭৫/- টাকার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন করেন।
কাজী আকরাম আলী, কোচ (জিমন্যাস্টিকস) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) জিরানী, সাভার, ঢাকা।	প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিএসএস পাশের জাল সনদ তৈরিপূর্বক বৈধ হিসেবে ব্যবহার করার অপরাধ।

(ছবি : সংযুক্তি)

দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার চার্জশিট

কমিশন নভেম্বর, ২০১৭ মাসে ৫২টি মামলা তদন্ত সম্পন্ন করে ৩০টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
তপন কুমার ঘোষ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া বর্তমানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা-রাঙ্গাবালি, জেলা-পটুয়াখালী।	ভূয়া ২০টি প্রকল্প দেখিয়ে ১০০ মেঃ টন চাউল উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
এ. জেড নিয়াজ আহমেদ চৌধুরী সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক (বর্তমানে বরখাস্ত) ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ সিলেট শাখা, মেন্দিবাগ, সিলেট ও অন্য ৩জন।	পরস্পর যোগসাজশে ব্যাংকের ১২,০৯,১২,৩২২/৮২ টাকা আত্মসাৎ।
আলহাজ্ব মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুন বাংলাদেশ লিঃ ও অন্য ৭জন।	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিতর্কিত জমিতে গ্রাহকের বৈধ মালিকানা ও রাজউক কর্তৃক ভবন নির্মাণের নকশা না থাকা সত্ত্বেও ভবনের আবাসিক নির্মাণ ব্যায় দেখিয়ে মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রাহককে ১০৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর এবং পর্যায়ক্রমে ৯৪.৮০ কোটি টাকা উত্তোলন/গ্রহণ করে ব্যাংকের তথা রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনসহ আত্মসাৎ।

দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশ

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যে কোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন (সকাল ০৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা)।